আবু সিনান আন নাজদী

আল্লাহ তাকেঁ কবুল করুন

এর সর্বশেষ বক্তব্য

দাবিক ১১ হতে সংকলিত, অনুবাদিত এবং পরিমার্জিত

আবু সিনান আন নাজদী

-আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন-

এর সর্বশেষ বক্তব্য

[২১ শাওয়াল বৃহস্পতিবার, উলাইয়াত আল-হিজাযে খিলাফাহ'র একজন সৈনিক একটি ইশতিশহাদী হামলা চালান। আমাদের ভাই আবু সিনান আন নাজদী (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) আল সালুলের জরুরি কার্যনির্বাহী দলের উপর হামলা চালান, যারা মুওয়াহিদিনদের দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে তাওয়াগীত এবং তাদের ক্রুসেডার প্রভুদের শাসনকে নিরাপত্তা দান করে। তিনি একাধিক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেদ করে আসির অঞ্চলের আভা শহরে অবস্থিত তাদের একটা প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন, যেখানে তিনি তার বিস্ফোরক বেল্ট বিস্ফোরিত করেন, ফলশ্রুতিতে কয়েক ডজন মুরতাদদিন হতাহত হয়। নিম্নে তাঁর সর্বশেষ বক্তব্য বর্ণিত হল, যা ইতিমধ্যে এক অডিও বার্তা হিসেবে প্রচারিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে তিনি ইসলামের দুশমনদের প্রতি এবং আল্লাহর রাহে লড়াইকারী তাঁর ভাইদের প্রতি তিনি কিছু বার্তা প্রদান করেন।]

সমস্ত প্রশংসা সর্বশক্তিমান ও সর্বক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি এবং বরকত নাযিল হোক তাঁর প্রতি যিনি তরবারি সহকারে মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। অতঃপর,

আল্লাহ তা'আলা বলেন, {হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।} [আত-তাওবাহ: ১২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, {যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

আরব উপদ্বীপের রাফিদা মুশরিকিন

আল সালুলরা রাফিদা এবং তাদের দ্বীনের নিরাপত্তা দান করে

আল সালুলের তাগুতরা তাদের সেনাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাচ্ছে

তাগুত সালমান আল সালুল, তার বাপ-ভাইয়ের মতোই ক্রুসেডারদের বিশ্বস্ত মিত্র

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, {যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফল কাম হবে।} [আল-হাশর: ২২]

আমার প্রথম বার্তা আল সালুলের (সাউদী তাওয়াগ্বীত) প্রতি। আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের নিকট এসেছি আবু 'উবায়দার পুত্রদের নিয়ে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! তোমরা শান্তি এবং নিরাপত্তা উপভোগ করবে না এবং তোমাদের জীবন আরামদায়ক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলিম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকবে এবং পশ্চিমাদের লেজুড়বৃত্তি করতে থাকবে, যারা তাদের খেয়াল খুশি মতো তোমাদের নিয়ে খেলা করছে। ইরাক এবং শামে আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে মাজুসী এবং ক্রুসেডারদের সাথে তোমাদের জোটবদ্ধ হওয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সাক্ষী।

অতঃপর তোমাদের প্রতি, হে তাগুতের সৈন্যরা যারা তাদের সিংহাসন সংরক্ষণ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছ, আল্লাহর কসম, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আরামদায়ক জীবন উপভোগ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে -যাদের যুদ্ধ বিমান সমূহ পশ্চিমাদের সাথে মিলে আমাদের ভাইদের উপর বোমা বর্ষণ করছে- এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের চাটুকার হয়ে কাজ করবে। তোমরা আমাদের ভাই ও বোনদের বন্দী করছ, আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ কিন্তু রাফিদাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছ। অতএব তোমাদের জীবন ধ্বংসকারী এক আসন্ন বিষয়ের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

আল্লাহর কসম তোমরা নিরাপদে থাকবে না, হে সৈন্যরা, তোমাদের বাড়িতেও না বা রাস্তাতেও না। হে কাপুরুষের দল, আমরা তোমাদের জন্য প্রত্যেক স্থানে ওঁত পেতে অপেক্ষায় থাকব। আমরা তোমাদের নিকট এসেছি এমন বীরপুরুষদের নিয়ে যারা মৃত্যুকে ঠিক সেভাবেই ভালবাসে যেভাবে তোমরা তোমাদের জীবনকে ভালবাসো এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা একে অপরের সাথে সেভাবে প্রতিযোগিতা করে যেভাবে তোমরা প্রতিযোগিতা কর উচ্চ পদ লাভের আশায়।

ক্রুসেডাররা আল-সালুল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে
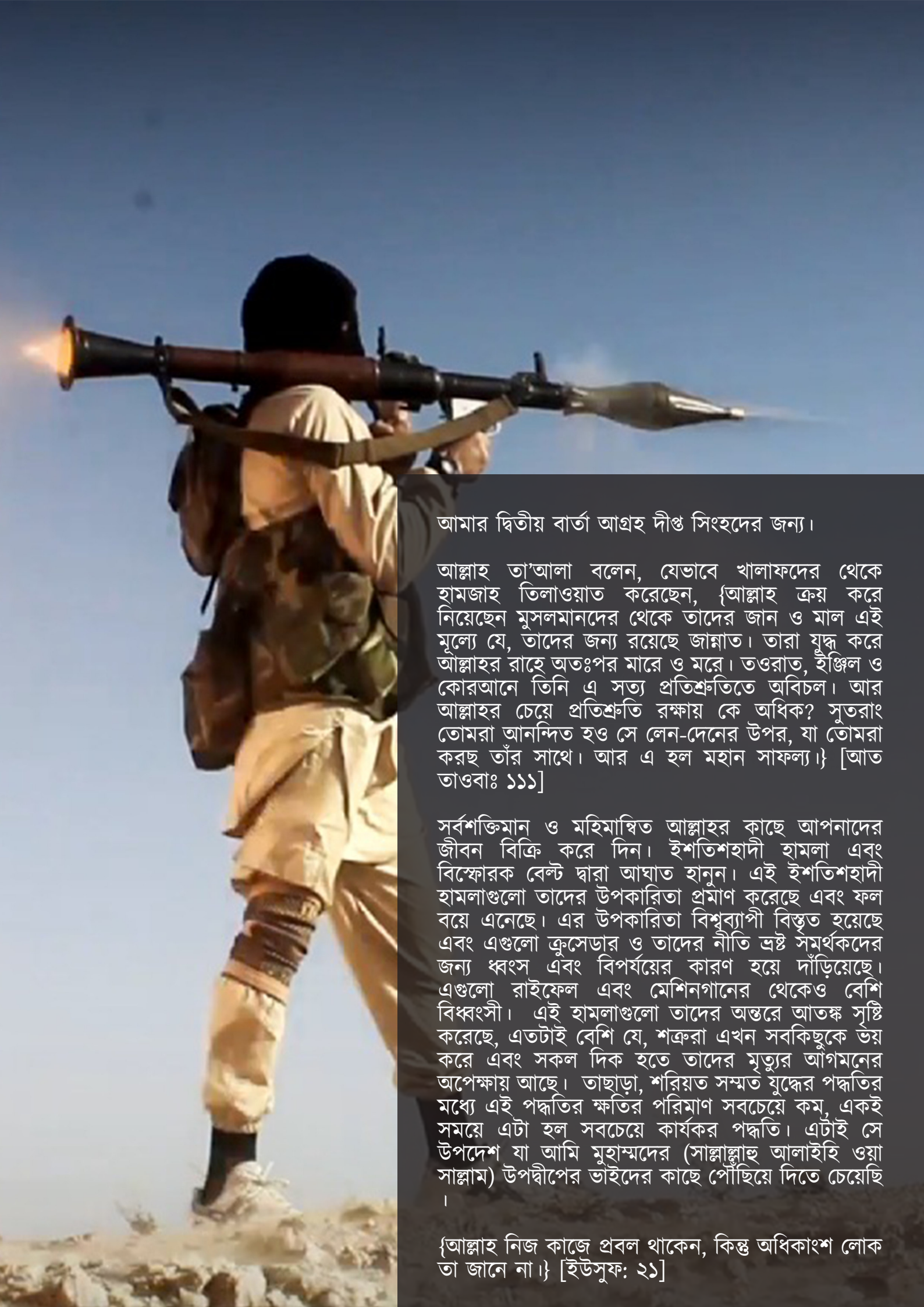
আমার দ্বিতীয় বার্তা আগ্রহ দীপ্ত সিংহদের জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যেভাবে খালাফদের থেকে হামজাহ তিলাওয়াত করেছেন, {আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।} [আত তাওবাঃ ১১১]

সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহর কাছে আপনাদের জীবন বিক্রি করে দিন। ইশতিশহাদী হামলা এবং বিস্ফোরক বেল্ট দ্বারা আঘাত হানুন। এই ইশতিশহাদী হামলাগুলো তাদের উপকারিতা প্রমাণ করেছে এবং ফল বয়ে এনেছে। এর উপকারিতা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে এবং এগুলো ক্রুসেডার ও তাদের নীতি ভ্রষ্ট সমর্থকদের জন্য ধ্বংস এবং বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলো রাইফেল এবং মেশিনগানের থেকেও বেশি বিধ্বংসী। এই হামলাগুলো তাদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, এতটাই বেশি যে, শত্রুরা এখন সবকিছুকে ভয় করে এবং সকল দিক হতে তাদের মৃত্যুর আগমনের অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া, শরিয়ত সম্মত যুদ্ধের পদ্ধতির মধ্যে এই পদ্ধতির ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে কম, একই সময়ে এটা হল সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। এটাই সে উপদেশ যা আমি মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপদ্বীপের ভাইদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছি ।

{আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।} [ইউসুফ: ২১]